ক) কারণ ।

খ) ভাব কার্যের কারণ বিভিন্ন প্রকার কারণ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা ।

- ক) তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট প্রমার করণ প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে কারণের আলোচনা করেছেন। কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্’’ - অর্থাৎ যাহা কার্যের পূর্বে নিয়মিতভাবে বা অব্যভিচারীরূপে বিদ্যমান থাকে তাই কারণ। যেমন বস্ত্রের(কার্যের) প্রতি তন্তু কারণ, যেহেতু তা ঐ কার্যের পূর্বে নিয়মিতভাবে বিদ্যমান থাকে। লক্ষণে ব্যবহৃত ‘নিয়ত’ এবং ‘পূর্ববৃত্তি’ পদগুলির তাৎপর্য বা গুরুত্ব এখন আমরা দেখে নিতে পারি।

লক্ষণে ‘নিয়ত’ পদটি না থাকলে লক্ষণটি দাঁড়াত ‘কার্য পূর্ববৃত্তি কারণম্’ - অর্থাৎ যাই কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে তাই কারণ হবে। আর তা বললে পট কার্যের পূর্বে অনিয়মিতভাবে বিদ্যমান রাসভ(গাধা) ইত্যাদিতে লক্ষণ চলে যাবে। ধরা যাক্ তন্তুবায় পট তৈরীর পূর্বে গাধার পিঠে তন্তু বয়ে নিয়ে এসে পট তৈরী করেন। তাহলে গাধা পট কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। কার্যের পূর্ববর্তী পদার্থকেই কারণ বললে গাধাকেও পটের কারণ বলতে হবে। ফলে লক্ষ্য অতিরিক্ত স্থলে লক্ষণ চলে যাওয়ায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু যদি কারণের লক্ষণে ‘নিয়ত’ পদটি থাকে তাহলে আর এই অতিব্যাপ্তি হবে না।

নিয়ত শব্দের দ্বারা অবিনাভাব বোঝায়। অতএব যা নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ হবে কোন ক্ষেত্রেই কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার অভাব থাকা চলবে না। অথচ গাধা পূর্বে বিদ্যমান না থাকলেও পট উৎপন্ন হতে কোন অসুবিধা হয় না। আসলে যেক্ষেত্রে তন্তুবায় গাধার পিঠে করে তন্তু এনে পট তৈরী করেন সেক্ষেত্রে গাধা পট কার্যের পূর্ববর্তী হলেও অন্য কোন ক্ষেত্রে যদি তন্তুবায় ঘোড়ায় করে, সাইকেলে করে, কিংবা রিক্সাতে করে তন্তু এনে পট তৈরী করেন, তখন সেক্ষেত্রে গাধা আর পট কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা হবে না। সুতরাং গাধা পটরূপ কার্যের অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা, নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়। তাই লক্ষণে ‘নিয়ত’ পদটি থাকলে অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা গাধা আর পটের কারণ হবে না। ফলে লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তিও হবে না।

আবার যদি কারণের লক্ষণে ‘পূর্ববৃত্তি’ পদটি না থাকত তাহলে লক্ষণটি হত ‘কার্য নিয়ত কারণম্’ - অর্থাৎ যা কার্য তাই কারণ হয়ে যেত। যেহেতু কার্যও একটি নিয়ত পদার্থ। তাই কারণের সহিত তার অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। ফলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু ‘পূর্ববৃত্তি’ পদটি লক্ষণে ব্যবহৃত হলে আর ঐ দোষ হবে না। যেহেতু কার্য নিয়ত ঘটনা হলেও পরবর্তী ঘটনা। তাই ‘নিয়ত পূর্ববৃত্তি’ কারণকে বোঝাবে, কার্যকে নয়।

এরপরেও দীপিকা টীকাতে এই লক্ষণের বিরুদ্ধে আর একটি অতিব্যাপ্তি দোষের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। তন্তুরূপ নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান থাকায় তা বস্ত্রের কারণের অন্তর্গত হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, তন্তুর রূপকে যদি বস্ত্রের প্রতি কারণ হতে হয়, তাহলে অবশ্যই অসমবায়ী কারণ হবে। কিন্তু আমরা জানি অসমবায়ী কারণ নাশে কার্যটিও নাশ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তন্তুরূপ নষ্ট হলেও তন্তু ও তন্তুসংযোগ অব্যাহত থাকায় বস্ত্র কখনও নষ্ট হয় না। তাই তন্তুর রূপ কখনও বস্ত্রের কারণ হতে পারে না। তাছাড়া তন্তুর রূপ তন্তুর প্রতি কারণ হিসেবে পূর্ব থেকেই সিদ্ধ থাকায় তা বস্ত্র কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। কিন্তু তন্তুরূপেতে কারণের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

অন্নংভট্ট এই অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণকল্পে বলেন, কারণের এই লক্ষণের পূর্বে একটি বিশেষণ যোগ করতে হবে। তা হল ‘অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি’ বা ‘অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতে সতি’। সুতরাং কারণের নির্দোষ লক্ষণ হবে - ‘অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি কার্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্’ অথবা ‘অন্যথাসিদ্ধিশূন্যতে সতি কার্যনিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বম্ কারণত্বম্’ অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে বা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়ে যা কার্যের নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান তাই কারণ। তন্তুরূপ বস্ত্রের নিয়ত পূর্বে বিদ্যমান ঠিকই, কিন্তু তা অনন্যথাসিদ্ধ নয়, অন্যথাসিদ্ধ অর্থাৎ তন্তুর প্রতি সিদ্ধ।

খ) তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অন্নংভট্ট ভাব কার্যের তিন প্রকার কারণের উল্লেখ করেছেন। সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। সমবায়ী কারণের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, 'যৎ সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়ী কারণম্'। এখানে আমরা টীকাতে 'যৎ' শব্দের অর্থ 'যস্মিন' পাই। সুতরাং লক্ষণটি হবে 'যস্মিন দ্রব্যে সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়ী কারণম্'। অর্থাৎ যে দ্রব্যে সমবেত হয়ে বা সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যকে বলা হয় সমবায়ী কারণ। (আর একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যে [কার্যাধিকরণ দ্রব্যে] যে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে তাকে সমবায়ী কারণ বলা হয়।) যেমন তন্তু সমূহ পটের সমবায়ী কারণ।

তন্তু হল অবয়ব, পট অবয়বী। অবয়ব অবয়বীর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এখানেও পটরূপ কার্যের অধিকরণ হল তন্তু। তন্তুর অধিকরণও তন্তু। যদিও পট তন্তুতে থাকে সমবায় সম্বন্ধে, আর তন্তু তন্তুতে থাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে। তাই তন্তুতে পট অভেদ সম্বন্ধে বা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। তাই তন্তু পটের সমবায়ী কারণ। এভাবে পটে উৎপন্ন রূপাদি গুণের প্রতি পট সমবায়ী কারণ। আমরা জানি, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এখানেও পটে উৎপন্ন রূপাদি গুণ কার্য, তার সঙ্গে পটরূপ দ্রব্যটি অভেদ বা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। সুতরাং পট পটরূপের প্রতি সমবায়ি কারণ।

অসমবায়ী কারণ বললে স্বভাবতই মনে হবে, যা সমবায়ী কারণ নয়, অর্থাৎ যা সমবায়ী কারণ ভিন্ন তা অসমবায়ী কারণ। এভাবে সমবায়ী কারণ ভিন্নকে অসমবায়ী কারণ বললে নিমিত্ত কারণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। যেহেতু নিমিত্ত কারণও সমবায়ী কারণ ভিন্নই হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে 'নঞ' এর অর্থ হল 'তৎ সদৃশঃ' অর্থাৎ যা সমবায়ী কারণ সদৃশ তাই অসমবায়ী কারণ এবং এটিই বৈশেষিক মত। সমবায়ী কারণ যেমন কার্য উৎপত্তির পূর্বক্ষণে বিদ্যমান থাকে এবং কার্যকালেও থাকে, তেমনি অসমবায়ী কারণের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। আবার সমবায়ী কারণ নাশে যেমন কার্য নাশ হয়, তেমনি অসমবায়ী কারণ নাশেও কার্য নাশ হয়।

তর্কসংগ্রহকার অসমবায়ী কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘কার্যেন কারণেন বা সহৈকস্মিন্নর্থে সমবেততত্বে সতি যৎ কারণম্ তদ্ অসমবায়ীকারণম্’ - অর্থাৎ যে কারণটি কার্যের সহিত বা কারণের সহিত একই অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থেকে কার্য উৎপন্ন করে তাকে অসমবায়ী কারণ বলে। যেমন তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়ী কারণ, তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ী কারণ। এখানে তন্তুসংযোগ এই কারণটি পটরূপ কার্যের সহিত একই অধিকরণে (তন্তুরূপ সমবায়ী কারণে) সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। তাই তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়ী কারণ। এইভাবে তন্তুরূপও পটরূপের প্রতি অসমবায়ী কারণ হবে। এখানে তন্তুরূপ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আবার পটরূপের কারণ যে পট সেই পটও তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়ী কারণ হল। এখানে কার্যের সহিত একই অধিকরণে বিদ্যমান থেকে অসমবায়ী কারণ হল প্রথম দৃষ্টান্তটি। একে সমবায় সম্বন্ধে অসমবায়ী কারণ বলা হয়। আর কারণের সহিত একই অধিকরণে বিদামান থেকে অসমবায়ী কারণ হল দ্বিতীয় উদাহরণটি।। একে স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে অসমবায়ী কারণ বলে।

তৃতীয় কারণ হল নিমিত্ত কারণ। অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, 'তদুভয় ভিন্নং কারণম্ নিমিত্ত কারণম্' - অর্থাৎ উক্ত দুটি (সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ) কারণ ভিন্ন যে কারণ কার্যের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন হয় তাকে ঐ কার্যের নিমিত্ত কারণ বলে। যথা পটরূপ কার্যের প্রতি তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ। তুরী প্রভৃতির সঙ্গে পটের কোন সমবায় সম্বন্ধ নেই। তাই এগুলি সমবায়ী কারণ হতে পারে না। আবার পটের সমবায়ী কারণ তন্তুতে তুরী প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধে বা স্বসমবায়ি সমবায় সম্বন্ধে থাকতে পারে না। তাই এগুলি অসমবায়ী কারণও নয়। কিন্তু এইগুলি ছাড়া পট উৎপন্ন হতেই পারে না। তাই এই কারণগুলিকে সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন নিমিত্ত কারণই বলতে হবে।

যে কোন ভাবাত্মক কার্যের উক্ত তিন প্রকার কারণই হয়। কিন্তু অভাবাত্মক কার্যের একটি মাত্র কারণ স্বীকার করা হয়। তা হল নিমিত্ত কারণ। যেহেতু অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাই তার সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণও হয় না। এই তিন প্রকার কারণ মধ্যে যেটি অসাধারণ বা অন্য কারণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাকে করণ বলে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ